সমকাল

তারিখ ... 15 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ...

প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থেকেও বেতন নিচ্ছেন নিয়মিত!

■ ভ্রাম্যমাণ (উত্তরাঞ্চল) ও গাইবান্ধা প্রতিনিধি

জেলার ৩ উপজেলার সহিংসতা মামলার আসামি জামায়াত নেতারা পলাতক থেকেও প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত বেতন-ভাতা তুলে নিচ্ছেন। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার বেতন বন্ধের নির্দেশও মানা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর দেখে বেতন দেওয়া হয়েছে।

পলাশবাড়ী, সাদুল্যাপুর ও সদর উপজেলার ১৩টি স্নাতক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৬ জন শিক্ষক সহিংসতা মামলার আসামি থাকায় পলাতক রয়েছেন। তারা সবাই জেলা ও উপজেলা জামায়াতের নেতৃস্থানীয় পদে রয়েছেন। ওই সব শিক্ষক গোপনে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর দিয়ে দায়িত্ব পালনের প্রমাণ সংরক্ষণ করছেন। জামায়াত-শিবিরের নেতা ওই সব শিক্ষক সহিংসতার সঙ্গে জড়িত থাকায় পেট্রোল বোমা হামলাসহ নাশকতার বিভিন্ন মামলার আসামি হয়েছেন। তারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজশ করে অবৈধ পন্থায় বেতন-ভাতা উত্তোলনের সুযোগ গ্রহণ করছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ১৪ জন পলাশবাড়ী উপজেলার এবং বাকি ২ জন সাদুল্যাপুর ও সদর উপজেলার শিক্ষক। এসব শিক্ষক গত জানুয়ারি থেকে সংগঠিত বিভিন্ন নাশকতা মামলার আসামি। গ্রেফতার এড়াতে তারা পলাতক রয়েছেন। এর মধ্যে বেশক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী।

পলাশবাড়ী মেরীরহাট ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও জেলা জামায়াতের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সম্প্রতি সাময়িক বরখাস্তকৃত উপজেলা চেয়ারম্যান কাওছার মো: নজরুল ইসলাম লেবু সহিংসতা ও নাশকতার ৭টি মামলার আসামি। তিনি গোপনে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বেতন-ভাতা উত্তোলন করছেন। ওই মাদ্রাসার সভাপতি হচ্ছেন পলাশবাড়ী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাদশা। মাঠেরহাট ফাজিল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সাইদুর রহমানও বেতন-ভাতা উত্তোলন করেছেন। ওই প্রতিষ্ঠানেরও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির

নাশকতা ও সহিংসতা মামলার আসামি

দায়িত্বে রয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা শিমুল মিয়া। পলাশবাড়ী সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল জামায়াত নেতা আবদুল মজিদ আকন্দ মামলাজনিত কারণে পলাতক থেকেও বেতন তুলছেন। ওই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির পদে রয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম বাবু। এ ব্যাপারে শহিদুল ইসলাম বাদশা বলেন, 'হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর দেখে বেতন দিয়েছি। তবে শিক্ষা কর্মকর্তার বেতন বন্ধের পত্র পেয়ে অধ্যক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেই এবং তিনি এর জবাবও দিয়েছেন।' জাহাঙ্গীর আলম বাবু জানান, তিনি মার্চে সভাপতি হয়েছেন। ফেব্রুয়ারির হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর দেখে তিনি বিল শিটে স্বাক্ষর করেন। আওয়ামী লীগ নেতা শিমুল মিয়া বলেন, গোপনে হয়তো হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেছেন। ওই স্বাক্ষর দেখেই তাকে বেতন দেওয়া হয়।

এ ছাড়া সহিংসতা মামলায় আসামি হয়ে পলাতক থেকেও গোপনে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বেতন তুলেছেন মেরীরহাট ফাজিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক বেলাল উদ্দিন, জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবু তালেব, পলাশবাড়ী সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার সুপার রুহুল আমিন ও এবতেদায়ি বিভাগের প্রধান কাজী মোজাম্মেল হোসেন, চকবলা আলিম উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভি সাখাওয়াত হোসেন, বাসুদেব দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক জিয়াউর রহমান জিয়া, আল্লাহর দরগা দাখিল মাদ্রাসার অফিস সহকারী শহিদুল ইসলাম কাজী ও সহকারী মৌলভি আইয়ুব আলী, হরিণাবাড়ী সিদ্দিকিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আবদুল ওয়াহেদ ও ইছাহাক আলী এবং মহেশপুর দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আলমগীর হোসেন। তারা সবাই জামায়াতের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। একই ধরনের মামলার আসামি হওয়ায় পলাতক থেকে বেতন-ভাতা তুলেছেন সাদুল্যাপুর উপজেলার তিলুকপাড়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার রফিকুল ইসলাম এবং সদর উপজেলার বাদিয়াখালী স্টেশন আলিম মাদ্রাসার প্রভাষক আছাদুল ইসলাম।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কুতুব উদ্দিন বলেন, তার নির্দেশ উপেক্ষিত হওয়ার বিষয়টি তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছেন এবং শিগগির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান। পলাশবাড়ী থানার ওসি মজিবর রহমান জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সম্ভাব্য সর্বত্র নিয়মিত অভিযান চালিয়েও সহিংসতা-নাশকতার একাধিক মামলার আসামি ওই শিক্ষকদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে তাদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।